Vol. II, Issue-I, 2022
SKBU JOURNAL OF PHILOSOPHY
PEER REVIEWED

সার্বিক মুক্তির ধারণা: ড: সর্বপল্লী রধাকৃষ্ণণ অনুসরণে একটি পর্যালোচনা

তনয় নন্দী

সারসংক্ষেপ

ড: সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ বলেন, মানুষ হল সসীম - অসীম সত্তা। তার সসীম দেহধারী অস্তিত্বের মধ্যেও আধ্যাত্মিকতা আছে। সে সসীম পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যেও উচ্চতর কোন কিছু লাভ করে। মানুষের সত্তা হল ঐ উচ্চতর আধ্যাত্মিক অবস্থা উপলব্ধির দিকে ক্রমাগত অগ্রগমন। দেহধারী জীবনের নানা পর্যায়ের মধ্য দিয়ে আত্মাকে যেতে হয়, কিন্তু এই সকল পর্যায়গুলো তার কেবল বিশ্রাম গ্রহণের জায়গা - তার লক্ষ্য নয়। তার নানান জন্ম তাকে কেবল এই এই সুবিধা দেয় যে তার অস্তিত্বের লক্ষ্য উপলব্ধির জন্য সে তার শক্তিকে চালিত করতে পারে। অস্তিত্বের এই লক্ষ্যই হল মানুষের পরম নিয়তি।

মানুষের নিয়তি নিহিত রয়েছে তার পরম মুক্তিতে। কিন্তু কী দিয়ে মুক্তি গঠিত হয় ? রাধাকৃষ্ণণের মতে, মানুষের সসীম দিকগুলি যদিও সৎ বা বাস্তব, তথাপি মানুষের স্বাতন্ত্র্য বা বিশেষত্ব রয়েছে তার আধ্যাত্মিকতার মধ্যে। সুতরাং মুক্তি অর্থ হল পূর্ণ আধ্যাত্মিকতার উপলব্ধি। এটি দেবত্বের উপলব্ধিকেও সূচিত করে। তাই রাধাকৃষ্ণণ বলেন, "মানবাত্মার নিয়তি হল পরম সত্তার সঙ্গে একত্বের উপলব্ধি"। জীবনের লক্ষ্য হল ঈশ্বরের সঙ্গে মিলন, সত্তার পূর্ণ অদ্বৈতভাবের উপলব্ধি। একে আত্মোপলব্ধিরূপেও বর্ণনা করা যায়, কেননা এটি আত্মার উচ্চতর স্বরূপের পরিপূর্ণ প্রকাশ।

আত্মার এই উচ্চতর পরিপূর্ণ প্রকাশের ফলে মানবাত্মার মধ্যে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বিষয়ের প্রভেদ অবলুপ্ত হয়। তার মধ্যে ঘটে প্রকৃত আত্ম- সচেতনতা। তখন সে ব্যষ্টি মুক্তির কথা ভুলে গিয়ে সমষ্টি মুক্তির পথে অগ্রসর হয়। ড: সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ এই সমষ্টি মুক্তিকেই ' সর্বমুক্তি ' বলে অভিহিত করেছেন। এটাই হল মানুষের পরম নিয়তি। আমার এই পেপারটির উদ্দেশ্য হল কীভাবে সার্বিক মুক্তির ধারণা লাভ করা যায় তা ড: সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণকে অনুসরণ করে রূপরেখা তৈরি করা।

মূল শব্দ :- সসীম সত্তা, অসীম সত্তা, আত্মসচেতনতা, আত্মোপলব্ধি, সর্বমুক্তি ।